139

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 09 DEC 1990
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য বিজয় উৎসব

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গতকাল ছিল এক উত্তাল জনসমুদ্র। বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হাজার হাজার মানুষের প্রাণোচ্ছল উপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে গতকাল সৃষ্টি হয় এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের। ব্যান্ডের তালে তালে হাজার হাজার তরুণ তরুণীর উদ্দাম বিজয় পদযাত্রা, প্যারোডি গান গেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের খন্ড খন্ড মিছিল আর দিনভর সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্যাম্পাস ছিল মুখরিত। উৎসবের পোশাকে সজ্জিত বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষের উজ্জ্বল সমাবেশ, রং বেরংয়ের ব্যানার, পতাকা, ফেস্টুন, বেলুনে ক্যাম্পাস ছিল বর্ণাঢ্য। স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনের দুর্গ ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ে গতকাল এভাবেই উদযাপিত হয় বিজয় উৎসব। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আয়ো-জিত এই বিজয় উৎসব পরিণত হয় সব শ্রেণীর মানুষের মিলন উৎসবে।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের এই বিজয় উৎসব পালনের প্রস্তুতি চলছিল গত কয়েক দিন ধরে। গতকাল সকাল থেকেই নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্যাম্পাসে মিছিল আসতে শুরু করে। রং বেরংয়ের ব্যানার, ফেস্টুন, আর পতাকা শোভিত এসব মিছিলে শরীক হন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, চাকুরীজীবী গৃহবধূ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ। ট্রাকে চেপে, বাস মিনিবাস ভর্তি হয়ে নগরীর বিভিন্ন এলাকা এমনটি ঢাকার আশেপাশের কয়েকটি জেলা থেকেও হাজার হাজার মানুষ গতকাল ক্যাম্পাসে আসেন বিজয় উৎসবে অংশ নিতে। সকাল দশটার পর ক্যাম্পাসে জনসমাগম বিপুলভাবে বেড়ে যায়। এগার-টার সময় ক্যাম্পাসের কোন জায়গায় আর তিল ধারণের ঠাঁই ছিল না। গতকাল বিজয় উৎসবের মূল কেন্দ্র ছিল টিএসসির সড়ক দ্বীপ। সড়ক দ্বীপের উপর নির্মিত মঞ্চ থেকে উৎসবের মূল অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। মঞ্চের পেছনে বড় করে লেখা ছিল 'তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ'। অনুষ্ঠা-নের সার্বিক দায়িত্ব ছিল সর্বদলীয় ছাত্র-ঐক্য ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের ওপর।

সকাল এগারটায় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় উৎসবের মূল অনুষ্ঠান। এরপর পরিবেশিত হয় আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো, ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা প্রভৃতি গান। গণআন্দোলনে নিহত বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের যুগ্ম মহাসচিব মহাসচিব ডাঃ শামসুল আলম খান মিলনের স্ত্রী মাহমুদা আলম খান কবিতা

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ).

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য বিজয় উৎসব

(প্রথম পৃঃ পর)

মঞ্চে এসে উদ্বোধন করেন বিজয় স্মারক। এসময় তার সঙ্গে ছিলেন দু' বছরের শিশু কন্যা শ্যামা।

এরপর স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ৮২র ২৪শে মার্চ থেকে এ পর্যন্ত গণ আন্দোলনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। ঘোষণাপত্রটি পাঠ করে শোনান শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের কন্যা শমী কায়সার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, গ্রুপ থিয়ে-টার ফেডারেশনসহ অসংখ্য সংগঠন মিছিল সহকারে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। একেকটি মিছিল এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মানুষের করতালিতে গোটা এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে।

ঢাকা ভার্সিটি শিক্ষক সমিতি

বিজয় উৎসব উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ব-বদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল সকালে কলাভবনের সামনের ভাস্কর্য 'অপরাজেয় বাংলার' সামনে থেকে একটি মিছিল বের করে। মিছিলে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ ডাঃ শামসুল আলম খানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এখান থেকে মিছিল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হয়ে টিএসসি সড়ক দ্বীপে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের বিজয় উৎসবে যোগদান করে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গতকাল বিজয় উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। টিএস-সির সড়ক দ্বীপের মঞ্চে সকাল থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দুপুরে অল্প সময়ের বিরতি দিয়ে এ অনুষ্ঠান চলে রাত নয়টা পর্যন্ত। দেশের প্রথম সারির সব সঙ্গীতশিল্পী, নাট্যাভিনেতা, আবৃত্তিকার, কবি, সাহিত্যিক, নৃত্যশিল্পীরা এ অনু-ষ্ঠানে অংশ নেন। কবি শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুন, মহাদেব সাহা, কন্ঠশিল্পী সুবীর নন্দী, সৈয়দ আবদুল হাদী, রথীন্দ্র-নাথ রায়, রফিকুল ইসলাম, কল্যানী ঘোষ, খুরশীদ আলম, নাট্যাভিনেতা রামেন্দু মজুমদার, ফেরদৌসী মজুমদার, আসাদুজ্জামান নূর, পীযুষ বন্দোপাধ্যায়, আবৃত্তিকার ভাস্কর বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা উত্তর ডাকসুর নির্বাচিত পাঁচজন সাংস্কৃ-তিক সম্পাদক ম হামিদ, মহিউজ্জামান ময়না, লিয়াকত আলী লাকী, অশোক কর্মকার এবং মিলন মেহেদীকে অনুষ্ঠানে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। গাছের ডালে, আশে পাশের বিভিন্ন ভবনের ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন শত শত মানুষ। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ ছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীদের পরিবেশিত দেশাত্মবোধক গান।

ছাত্রনেতাদের সংবর্ধনা

বিজয় উৎসব উদ্বোধনের অল্প আগে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের নেতারা যখন উৎসব মঞ্চের সামনে এলেন তখন ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে এবং বিপুল করতালি দিয়ে তাদের সংবর্ধনা জানানো হয়। শত শত ছাত্র মিছিল করে কাঁধে চড়িয়ে ছাত্রনেতাদের উৎসব মঞ্চের সামনে নিয়ে আসে। উৎফুল্ল ছাত্রনেতারা মঞ্চে উঠে হাত নেড়ে জনতার অভিনন্দনের জবাব দেন। ছাত্রনেতারা মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর রং ছিটিয়ে তাদের দেহে বিজয়ের চিহ্ন এঁকে দেয়া হয়।

মিছিলের ক্যাম্পাস

গতকাল ক্যাম্পাস ছিল বর্ণাঢ্য সব মিছিলে মুখরিত। ট্রাক মিছিল, জীপ মিছিল, ঘোড়া মিছিল, প্যারোডি গান গেয়ে মিছিল, ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এবং তার সহযোগীদের ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে মিছিল—বৈচিত্র্যের কমতি ছিল না। প্রায় সব মিছিলেই ছিল ছোট, বড়, বিভিন্ন আকারের জাতীয় পতাকা। ছিল রং বেরংয়ের ব্যানার, পতাকা ফেস্টুন।

রং ছিটানো নিয়ে বিড়ম্বনা

গতকাল উৎসব শুরু হওয়ার পর পরই হঠাৎ করে চারদিকে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। না, বোমা বা গুলি নয়, রং খেলায় মেতে উঠেছে তরুণ-তরুণীরা। আর রং খেলার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যই এ ছোটাছুটি। এ বিষয়টি ছিল যুগপৎ আনন্দ ও বিড়ম্বনার। প্রথমে কিছুক্ষণ রং ছিটানোর ব্যাপারটি অনেকের কাছে উপভোগ্য হলেও খানিক পরে বিষয়টি